বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধ্যাবেলা

বাঙ্গালীরা এখন ক্রিকেট প্রেমে মত্ত। এই তো সেদিন বিশ্ব সেরা ক্যাঙ্গারুদের হারিয়ে বাঘের গর্জন দিল একদল তরুন। ভাবতেই ভাল লাগে। এই ক্রিকেট-প্রেম এখন দুই চোখ জুড়ে আছে। কথায় কথায় এই খেলার উদাহরন টানছি। ভাল কিছু তুলনা করতেও মুখে চলে আসছে আশরাফুল, বাশার বা শাহারিয়ারের স্কোর। নাটক কিন্তু ঐ ক্রিকেট খেলার মত। শুধু নাটক কেন আমার মতে যে কোন শুদ্ধ সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা ঐ ক্রিকেট খেলার মত। খেলায় যেমন পরিকল্পনা থাকে, সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানে তেমনি থাকে শক্ত গাঁথুনি। ক্রিকেটে বোলিং অর্ডার যেমন জয় পরাজয় নির্ধারন করে - তেমনি অনুষ্ঠানেও নাচ, গান, আবৃতির অর্ডার অনুষ্ঠানকে জিতিয়ে দেয়।

হঠাৎ ক্রিকেট আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে এত কথা কেন? কারনটি খুবই সাধারন। সুধা নিঝর আয়োজন করেছিল এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের । খুব বিনয় করে তাদের এক পাতার গল্পে বলেছেন, 'এটা যদিও আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান। সুধা নিঝর এর এ স্রোত অনেক দিনের'। মঞ্চে এক সঙ্গে বসে থাকা ১৫-২০ জন শিল্পীর আবৃতি, নাচ, গান শুনে মনে হয়েছে, যে ঝর্না ধারা থেকে এই স্রোতের সৃষ্টি - তা একদিনে হঠাৎ করে প্রবল বর্ষনে তৈরী হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই তারা অন্তর্গত চর্চ্চা, ঘরোয়া আয়োজন, আর ধারা বাহিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়েছেন। এক পর্যায়ে তাদের মনে হয়েছে -এবার ঘরের গন্ডির পর্দা উঠিয়ে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আর শুধা পানে তৃষ্ণার্ত শুদ্ধ মানুষদের আমন্ত্রন জানানো যাক। হোলও তাই। হোমবুশ এর এক মিলনায়তনে আয়োজন সম্পন্ন হলো। এত দিনের প্রস্তুতির পর প্রথম ওয়ানডে ক্রিকেট এর মত ওয়ান-ইভিনিং এর ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের খেলা।

বৃষ্টির অনুষ্ঠান । সন্ধ্যা বেলা - বৃষ্টির কথা, বৃষ্টির গান, বৃষ্টির কবিতাই কি কেবল স্রোতাদের নেশায় মাতাল করবে? উহু! প্রকৃতি নিজেই একটু বেশী দরদী হয়ে উঠলো। দুপুর থেকেই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলো। তৈরী হলো মোক্ষম পরিবেশ। মিলনায়তন কর্দমাক্ত নয়। অর্থাৎ পিচ একেবারে তৈরী। শিল্পী-খেলোয়ারগন তো তৈরী সেই কবে থেকেই! শুরু হলো যথা সময়ে। অষ্ট্রেলিয়ার ওপেনিং বোলার কে? চোখ বুঁজে বলে দেয়া যায়। ব্রেট লি! ওকে দিয়ে প্রথমে বল করানোর একটাই কারন। খুব জোড়ে ভয়ংকর বল করে ব্যাটসম্যানকে ঘাবরে দেয়া। নাটকেও এই একই ফরমূলা! প্রথম প্রবেশ, সংলাপটি 'পাওয়ারফুল' হওয়া দরকার। তাতে দর্শক তার গুঞ্জন থামিয়ে শুনতে শুরু করে - মঞ্চে কি হচ্ছে। কিছুতেই প্রথম সংলাপ বা প্রবেশে ভুল করা যাবে না। এই সংলাপ বা চরিত্রের প্রবেশকে আরো শক্তিশালী করে আলো আর শব্দ। 'বৃষ্টি ভরা নেশা সন্ধ্যাবেলা'র

শুরুটা খুব দুর্বল হয়ে গ্যালো। যদিও শুরু হলো আবৃতি দিয়ে - কিন্তু প্রথম ৪০ সেকেন্ড কিছু শোনা গেল না। মাইক্রোফোন কাজ করেনি। তার মানে ওভার টা শুরু হলো স্লো বল দিয়ে। ফলে দর্শকদের গুঞ্জন আর থামলো না। ওদিকে আবৃতি প্রায় শেষ। গান শুরু হলো। মঞ্চে বসে (মানে ক্রিজে যারা ব্যাট করছেন) সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন- যে দর্শকদের মনোযোগ তারা পুরো নিতে পারছিলেন না। পারবেন কি করে? মঞ্চে যখন দশজন মেয়ে চমৎকার কোরিওগ্রাফীতে 'আমি বাংলায় গান গাই' গান আর কবিতার সাথে মুদ্রা মিলিয়ে যাচ্ছিল – তখন চারদিকের গেট দিয়ে হুরমুর করে দর্শক ঢুকছিল। ভেবে দেখুন আশরাফুল যখন ব্রেটলির বলে চার আর ছয় মারছে তখন যদি সারা মাঠ জুড়ে হুরমুর করে দর্শক ঢুকতে থাকে- তাহলে আশরাফুলের পক্ষে কি খেলা সম্ভব? ক্রিকেটের হিসাব হচ্ছে- প্রথম ১৫ ওভার উইকেট না হারিয়ে খেলা। তাতে খেলোয়াররা সেট হয়। এমন সুগঠিত অনুষ্ঠানেও বিষয়টি তাই! প্রথম ১৫ মিনিটে তারা চায় 'সেট' হওয়ার জন্য একটা পরিবেশ। মঞ্চে বসে তারা বুঝে নিতে চায় দর্শকদের নাড়ীর স্পন্দন, নি:শ্বাস। আবছা আলোতে তারা বুঝে নেয় দর্শকদের প্রত্যাশা। আমরা তাই নাটক শুরুর পর প্রথম ১০ মিনিট দেরীতে আসা দর্শকদের ঢুকতে দেই না। খেলায় আম্পায়ার এই পরিবেশ নিশ্চিত করে। মাঠে কাউকে ঢুকতে দিবে না। পুরো খেলা নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব তখন তার হাতে। নাটকে সেই আম্পায়ারের দায়িত্ব তখন মিলনায়তনকর্মীর হাতে! সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বেলায়ও তাই। মঞ্চে বসে কোন শিল্পীর দায়িত্ব নয় - মিলনায়তনের পরিবেশ ঠিক রাখা । তো সেই আম্পায়ার কোথায়? নেই ! নেই! কোথাও নেই! এখানের দর্শক ভালো অনুষ্ঠানের জন্য বড় তৃষ্ণার্ত । ভালো কিছু দেখার, শোনার লোভ কেউ হারাতে চায় না। মাঠে যেমন অতি উৎসাহী দর্শক থাকে, তেমনি এই সকল অনুষ্ঠানে অতি সরব কিছু দর্শক থাকে। কেউ কেউ বেশী উত্তেজিত হয়ে - যে যার মত হুর মুর করে মিলনায়তনে ঢুকছে - আর ঐ দিকে শিল্পীরা প্রান পন চেষ্টা করছে উইকেট টিকিয়ে রাখার । আর ঐ সরব দর্শক কি করছিল? এমনিতেই দেরীতে ঢুকছে। নি:শব্দ প্রবেশ হওয়াটাই কাম্য! ওমা তা নয় । হি-হি-হা-হা শব্দে ঢুকছে এবং অবলীলায় গান আবৃতি চলা কালে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে -

-কখন আসলেন ?

-এই তো এখন । আর বইলেন না - রাস্তায় ভীড়।

-ভাবীর খবর কি? সাথে আনেন নাই?

এবং এই সব কথাবার্তা ঐ উচ্চস্বরেই হচ্ছে।

কোথায় আম্পায়ার? খেলাটা যে নষ্ট হয়ে যাবে? নেই! কেউ কোথাও নেই।

মিলনায়তন কর্দমাক্ত নয়। খেলা পরিত্যাক্ত হওয়ার কোন আশংকা নেই। কিন্তু দর্শকদের অনিয়ন্ত্রিত শব্দে মিলনায়তনের গুঞ্জন (নয়েজ লেভেল) বেড়ে যাচ্ছিল। বেচারা শব্দ নিয়ন্ত্রক দু-একবার ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কাজ হলো না। আমার ধারনা সবাই অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে। বৃষ্টি ভরা নেশা সন্ধ্যা বেলায় সবাই আপ্লুত হবে। কিন্তু একি ? মিলনায়তনের চারদিকে অনেকে দাড়িয়ে ছোট ছোট দলে খোস-গল্প করছে কেন?

এমন বৈরী পরিবেশে হাল ছাড়েনি- মঞ্চের আলোকিত শিল্পীরা। পঁচিশ মিনিটে ঘুরে দাড়ালো পুরো দল। হ্যা এবার তারা দর্শকদের নিজেদের দলে টানছে। এবার বোধহয় শ্রোতা মন দিয়ে শুনছে গ্রন্থনা। বাহ চমৎকার তো? কবিতার সাথে ছোট ছোট দু একটি প্রেক্ষাপট আর বর্ণনা, কিছু প্রিয় পুরনো গান আমার মন কেড়ে নিল। গুচ্ছ আবৃতি -
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / নদে এলো বান

এবং তার পরই নাচ। দলীয় সংগীত গুলো ভীষন পরিশীলিত। আর ঐ ছোট ছোট মিষ্টি মেয়ে গুলো অমন সুন্দর নাচ শিখলো কবে? খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওরা নাকি এখানেই বড় হয়েছে। তাহলে এত চমৎকার মুদ্রা, ঢং আর শাড়ী পড়া শিখলো কোথায়? আমি খুব মন দিয়ে দেখছিলাম-ওরা সবুজ লালের জার্সি নয়- হলুদ, নীল, সাদা, লাল শাড়ী পড়ে দলীয় রান সংখ্যা কেবল বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আর দোলা, জ্যাকুলিন এবং কেমেন্সী -এই তিনজন মিলে নাচল- এসো শ্যামল সুন্দর।

সুন্দর কোরিওগ্রাফী! যেন আশরাফুলের সেই বাউন্ডারী মারার মত। দ্রুত রান সংখ্যা বেড়ে চলল। পুরো মঞ্চটিই একদল প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। প্রায় প্রতিটি একক গান ভাল লেগেছে। একটু বেশী ভাল লেগেছে (মানে ওভার দ্যা বাউন্ডারী) লিলি গমেজের অতুল প্রসাদের গান 'নিদ নাহি আঁখি পাতে' আর অঞ্জনের 'আজ এই বৃষ্টির কান্না শুনে'। তাসকিন রহমান অঞ্জনের গলায় কি চমৎকার দরদ। আমাদের বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন সব সময় একটু টেনশনে থাকেন। মঞ্জুর হামিদ কচির বেলায়ও তাই হয়েছে। এমন চমৎকার কণ্ঠের শিল্পীটি সারাক্ষন খেয়াল রেখেছেন-চুন থেকে পানটি যেন না খসে।

হাসান মামুন বৃষ্টির গতি বাড়িয়ে দিল। নিয়ে এলো ঝড়। চমৎকার গাইলেন, 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা'। বৃষ্টি একটি ফোঁটা দিয়ে হয় না। সুধা নিঝর জানে। তাই দল বেঁধে আবৃতির বৃষ্টি হলো। এই প্রজন্মের অর্ক-ও তাতে যোগ দিল। আচ্ছা বৃষ্টি হলে জানি কি হয়? 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। হাসান আশরাফ বাবলা আর লিলি গমেজ যুগল আবৃতি করে মনে করিয়ে দিলেন। তাই তো বলা হয়নি যে কথা- তা তো আজ এক্ষুনি বলা দরকার। তুহিনা মাহমুদ মিষ্টির ভীষন মিষ্টি গলা। যখন গাইলো, 'বৃষ্টি তোমাকে দিলাম'- মনে হলো আজ বৃষ্টি হলো বলেই ওর গলা এতো মিষ্টি। দীপা আর অজয় এর কথোপকথন ভাল লেগেছে। জাকুইলিন, দোলা, অরা, এঞ্জেল, রাহী, মেঘনা, কেমেন্সী, ফ্যালিলিয়া, শান্তা, সামিহা রা যখন নাচলো মনে হলো রংধনু উঠেছে। 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' তো কেউ বলবেই 'আজ তোরা যাসনি ঘরের বাহিরে'। চমৎকার গ্রন্থনা। হাসান মামুন মিঠু আর স্যামিউল কবির শানিত প্রতিভার ছোঁয়ায় সবগুলো গানের মিউজিক কম্পোজিশন খুব শ্রুতি মধুর ছিল। খুব সাধারন, কিন্তু দেখতে ভালো লেগেছে মঞ্চ সজ্জা। সুন্দর শিল্প নির্দেশনা।

অজয় দাসগুপ্তের কলম যেমন চলে - তেমনি মুখে খৈ ফুটে অবিরত। আমি নিশ্চিত অনুষ্ঠানের ধারা বর্ননায় যে পাদটিকা গুলো দিয়েছেন তা মূল স্ক্রিপ্টে ছিল না। কিন্তু শুনতে ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে কবি নজরুলকে বিদ্রোহীর পোষাক থেকে বের করে প্রকৃতি প্রেমী হিসাবে পরিচিত করার পাদটিকাটি। শাওন ভালো আবৃতি করে । এবার ও তার কমতি হয়নি।

ক্রিকেটের মাঠে কবুতর বা পাখীরা কেন জানি ঘুরতে আসে। আমাদের দেখতে বেশ ভাল লাগে। বিশেষ করে যখন বল গিয়ে সেই পাখীর দলটিকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেই পাখীর দল যদি ব্যাটসম্যানের মুখের সামনে বার বার উড়তে থাকে তখন অবস্থাটা কি হবে? এখানেও তাই হোল। মঞ্চের বায়ে (মানে ডাউন রাইট) একটা বড় পর্দা ফেলে তাতে ভিডিও প্রজেকশান করা হোল। আমার প্রথমেই মনে হয়ে ছিল -এটার দরকারটা কি? এই অনুষ্ঠান তো আর ষ্টেডিয়ামে হচ্ছে না যে দূরবীন লাগিয়ে শিল্পী দেখতে হবে। আমি সবসময় সবচেয়ে শেষের সারিতে বসি। কোন অনুষ্ঠান দেখার এবং বোঝার শ্রেষ্ঠ জায়গা। পাশে এসে বসল সুলেখিকা ডালিয়া নিলুফার। উনার দেখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। উসখুস করছিলেন। বড় পর্দা থাকাতে বেশ স্বস্তি ফেললেন। আমিও মেনে নিলাম। কিন্তু সেই পর্দা এখন ঐ পাখীর মত হয়ে গ্যালো। কারনে অকারনে ব্যাটসম্যানের সামনে উড়তে শুরু করল। কাঁচা হাতের কাউকে বসিয়ে দিয়েছে ক্যামেরা দিয়ে। আর উনি জুম ইন- জুম আউট ইচ্ছা মত করতে শুরু করলেন। তা-ও করলেন ফ্রেম কেটে, দ্রুত, পজিশনের বাইরে। আমি নিশ্চিত উনি অনুষ্ঠানের আগে শিল্পীদের সিটিং এরেঞ্জমেন্ট এর সাথে তার ফ্রেমিং এর রিহার্সেল করেননি। মঞ্জুর হামিদ কচির ভরাট গলায় যখন শুনছিলাম,

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার-

তখন ঐ বড় পর্দায় অপ্রাসংগিক গ্রাফিক্স ছিল অপ্রয়োজনীয়। প্রায় অধিকাংশ গানেই বড় পর্দায় একই দৃশ্য বার বার দেখিয়েছে । আমার ভালো লাগেনি। বার বার মনে হয়েছে এই টেকনোলজির কি প্রয়োজন ছিল? অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা , উপস্থাপনা একাই একশ। মনে হলো প্রশাধনী রুপকে নয় প্রসাধনকেই ফুটিয়ে তুলছে। লেখাটা এখানেই শেষ করা যেত কিন্তু মনে হলো কয়েকটি বিষয় না বললেই নয়। আবার অনুষ্ঠান সাজানোর সময় যত্ন নিয়ে এই বিষয়গুলো একবার দেখে নিলে ভাল হয়-

১. একদল আম্পায়ার চাই। যারা জানবে এবং বুঝবে মঞ্চে বসে থাকা শিল্পীদের যন্ত্রনার কথা।
২. অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে লাইট গুলো ফোকাস করা দরকার। মঞ্চে আপার সেন্টার ষ্টেজে যারা বসে ছিল তারা আলো পায়নি। যারা নেচেছে তাদের ডাউন রাইট আর ডাউন লেফ্টে রঙ্গীন বাতি গুলো অফ সেন্টার ছিল। অর্থাৎ আলো মঞ্চে না পড়ে মঞ্চের বাইরে পড়েছে। মঞ্চে যথেষ্ট আলো ছিল না। এই অভাব দূর করার জন্য মঞ্চের ওয়ার্কিং লাইট (টিউব লাইট) জ্বালানো হলো। ভূলটা ওখানেই। ওয়ার্কিং লাইট আর পারফরমেন্সের লাইট আলাদা। আমাদের ইলুউশান ভেঙ্গে গেল। উইকেট পড়ে গেল। দরকার ছিল আগেই লাইটের

পরিকল্পনা করা- কে কোথায় বসবে, কোথায় কত ওয়াটের লাইট দিতে হবে, কে কি রংএর কাপড় পড়বে ।

৩. মিলনায়তন ব্যবস্থাটি আরো সুসংগঠিত করা সম্ভব? গুচ্ছ কবিতা আর গানের ছন্দে যতই সুধা পানের চেষ্টা করি না কেন- বিজ্ঞ দর্শকদের উচ্চ স্বরে আলোচনা আর মিলনায়তনের ভিতরে শেষের কোনায় চায়ের ষ্টল- বার বার সেই 'ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট ' গুলো ভেঙ্গে দিচ্ছিল । অতপর ঐ মঞ্চ থেকে যত সুন্দর ভাবেই গান বা নাচ করা হোক তা এই শেষের সারিতে বসা দর্শক শ্রোতাদের স্পর্শ করতে পারেনি । চায়ের দোকানে আড্ডা হয় । এটাই স্বাভাবিক । তাই যখন গান চলছিল তার আপন গতিতে, তখন পিছনে চলছিল চায়ের প্রস্তুতি-
-ভাই কয় চামচ চিনি?
-শোনেন দুধ দিবেন না ।

বলুন দেখি এমন বেরসিক চায়ের খায়েসী আলাপ কি বৃষ্টির নেশা চোখে ধরাবে? আমি বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করেছি যে সাধারন দশর্ক কিন্তু দেরীতে এলেও অনুষ্ঠান দেখার জন্য চেয়ারে নীরবে বসেছিল । অথচ যাদের একটু 'সংস্কৃতি-সচেতন' মনে করেছি তারাই সবচেয়ে বেশী গুঞ্জন তৈরী করেছেন । অবশ্য মিলনায়তনের প্রথম দশ সারিতে যারা বসেছিলেন তারা নিশ্চয় অনুষ্ঠানের সুরের সুধা পান করেছেন একশত ভাগ । চায়ের নেশা শেষ না হতেই বিরতী হোল । তারপর বিরানীর গন্ধে মিলনায়তন ভরে উঠলো । বিরানীর গন্ধ পেলেই আমার বিয়ে বাড়ীর কথা মনে পড়ে । ঢাকার সব কমিউনিটি সেন্টার গুলোর দেয়াল থেকেও বিরানরি গন্ধ বের হয় । ছোট্ট প্রশ্ন- এই অনুষ্ঠানে বিরানী না দিয়ে স্ন্যাকস্ দিলে কি সবাই গোসসা করতো?

৪. পুরো অনুষ্ঠানটি যে শুদ্ধতা এবং মার্জিত ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল- তা উপভোগের জন্য একটা পরিবেশের ভীষন দরকার । তারজন্য হিসাবটা শুরু হয় কতজন দর্শক প্রয়োজন । আমার ধারনা যত দর্শক অনুষ্ঠানে এসেছিল তার দুই তৃতীয়াংশ আমন্ত্রন জানালে অনুষ্ঠানটি আরো সার্থক হতে । এতে দর্শক যেমন অনুষ্ঠান দেখে, শুনে আরাম পেত তেমনি পারফরমেন্স করেও শিল্পীরা তৃপ্ত হতেন । কেউ কেউ নিশ্চয় ভাবছেন - 'বলে কি এখানে তো মানুষ গুনে ঠিক করা হয়- অনুষ্ঠান কত ভাল হোল'? উহু আমি তা মনে করি না । মাথা গুনে শিল্প চর্চ্চা হয় না । পারফরমেন্স এবং দর্শকদের মধ্যের অনুপাতটি ভীষন গুরুত্তপূর্ণ । হিসাবটি ঠিক না হলে দর্শক অনুষ্ঠানটি গিলে ফেলে । তখন শিল্পীরা দর্শকদের আপ্লুত করতে পারে না । যেটা একেবারে ইনিংস পরাজয়ের মত ।

আমি সুধা নিঝর এর প্রতিটি শিল্পীর এই অনুষ্ঠান প্রস্তুতির দরদ আর ভালবাসা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি । মঞ্চে যারা ছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে বলতে ইচ্ছে করছে 'এমন বৈরী পরীবেশে আপনারা যখন ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন- একটি পর্যায়ে পৌছাতে আমরাও তখন আপনাদের প্রতিটি সেকেন্ড-এর যন্ত্রনা, উত্তেজনা আর সৃষ্টির আনন্দের আনন্দ আর বেদনা উপলব্ধি করছিলাম । ঐ যন্ত্রনা

শিল্পীদের প্রসব বেদনা। আমরা সব ভুলে যাই যখন বুক ভরা উচ্ছাস আর প্রেম নিয়ে ঘরে ফিরি। মনে হয় জীবন ভীষন সুন্দর। বেঁচে থাকা অর্থহীন নয়। যারা দীর্ঘদিন চর্চ্চা করে অনুষ্ঠানে এই শুদ্ধতা এনেছেন - জানি তারা এই শত আরামের দেশের সব আরাম এক নিমিষে ঝেড়ে ফেলে দিনের পর দিন রিহার্সেল করেছেন। আর এতদিনের পরিশ্রম যখন কেবল আম্পায়ারহীন মাঠে, দর্শকদের নিয়ন্ত্রনহীন খোশ-গল্প, হাটা-হাটিতে নিশ্চিত জেতা খেলাটাকে নষ্ট করে - তখন মন ভেঙ্গে যায়। আমি মনে করি অনুষ্ঠান পরিকল্পনা মানে কেবল কে গান গাইবে, নাচবে আর কবিতা আবৃতি করবে তা নয়। আলো, শব্দ, পোষাক থেকে শুরু করে দর্শক মিলনায়তনে কিভাবে ঢুকবে তা-ও এই পরিকল্পনার অংশ। যারা শুদ্ধ এবং সুস্থ সংস্কৃতি চর্চ্চা করতে চান তাদের বড় দুর্দিন। কারন তারা একা। তবুও 'সুধা নিঝর' এর আত্ম প্রকাশ সত্যিকার অর্থেই বৃষ্টির মত স্বস্তি এনে দেয় সিডনীর ব্যস্ত জীবনে। এই শুদ্ধ চর্চ্চার বৃষ্টি আমাদের বিকশিত করুক।